দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 15 MAR 1997 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

প্রশ্নপত্র ফাঁস

চলতি এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবর সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। গত ১৩ মার্চ অনুষ্ঠিত ইংরেজী প্রথম পত্রের প্রশ্ন পরীক্ষার কয়েকদিন আগেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষার্থীর হাতে পৌঁছে যায়। অনেকের আগে জানা সেই প্রশ্নই ঐদিন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। একটি বাংলা দৈনিকে মূল প্রশ্নপত্র এবং পরীক্ষার আগের রাতে ঐ পত্রিকার ফ্যাক্সে আসা হাতে লেখা প্রশ্নপত্র পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছে গতকাল। তাতে দেখা গেছে, মূল প্রশ্নপত্র ও হাতে লেখা প্রশ্নপত্রের মধ্যে কোনো অমিল বা পার্থক্য নেই। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা খবরা-খবরেও এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইংরেজী প্রশ্নপত্রের প্রশ্ন পরীক্ষার অনেক আগেই ফাঁস হয়ে গেছে। শুধু ইংরেজী প্রথম পত্র নয়, ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য ইংরেজী দ্বিতীয় পত্র এবং ২২ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য অংকের প্রশ্নপত্রও একইভাবে ফাঁস হয়ে গেছে বলে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। ইংরেজী প্রথম পত্রের প্রশ্ন বিভিন্ন এলাকায় ২শ' থেকে ৩শ' টাকায় বিক্রি হয়েছে। ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন এবং অংক প্রশ্নপত্রও না-কি ঐ রকম দামেই বিক্রি হচ্ছে। ইংরেজী প্রথম পত্রের প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত খবর বোর্ড কর্তৃপক্ষ গুরুত্বের সঙ্গে দেখেনি, আমলে আনেনি। বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব পেলে লাখ লাখ পরীক্ষার্থীকে হয়তো ঐ প্রহসনমূলক পরীক্ষায় অংশ নেয়ার দুর্ভোগে পড়তে হতো না। পরীক্ষার আগে যারা ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র হাতে পেয়েছে, তাদের পরীক্ষা তুলনামূলকভাবে ভালো হওয়ার কথা। জানা গেছে, ঐদিনের পরীক্ষায় কোনো কোনো এলাকার পরীক্ষা কেন্দ্র ফ্রি স্টাইল নকলও হয়েছে। জানা প্রশ্নে বা নকলের সহায়তায় যারা পরীক্ষা দিয়েছে তাদের কথা আলাদা। কিন্তু এর বাইরে যারা পরীক্ষা দিয়েছে তাদের কি হবে? জানা গেছে, বিষয়টি তদন্তের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তদন্তে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা প্রমাণিত হলে হয়তো ইংরেজী প্রথমপত্রের পরীক্ষা বাতিল বলে ঘোষিত হবে। কিন্তু তাতে কি কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা, অবহেলা ঢাকা পড়বে? এতে সামগ্রিকভাবে পরীক্ষার্থীদের এবং বোর্ডগুলোর আর্থিক যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা কি পূরণ করা যাবে? প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেছে, ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের নৈর্ব্যক্তিক অংশের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে জানতে পেরে ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ নৈর্ব্যক্তিক অংশ বাতিল ঘোষণা করেছে। অন্যান্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে জানা যায়নি। যেহেতু অভিন্ন প্রশ্নপত্র এবার সকল বোর্ডে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সুতরাং 'পরীক্ষা বাতিল হলে সকল বোর্ডেই হওয়া উচিত। আরও জানা গেছে, শুধু নৈর্ব্যক্তিক অংশ নয়, দ্বিতীয় পত্রের রচনামূলক অংশের প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়ে গেছে। কাজেই শুধু নৈর্ব্যক্তিক অংশের পরীক্ষা বাতিল করলে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান হতে পারে না বা হবে না। একই সঙ্গে অংক পরীক্ষার ব্যাপারে কি হবে, না হবে, সেটাও জানার বিষয়। দায়িত্ব পালন, তদারকি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ডগুলোতে কি ধরনের অবহেলা, অমনোযোগিতা অনুসৃত ও প্রদর্শিত হচ্ছে এসব তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে গণ্য হতে পারে। পরীক্ষার একদিন আগেও পরীক্ষার্থীরা জানতে পারছে না, পরীক্ষা আদৌ হবে কি-না, হলেও বহাল থাকবে কি না। একথা কারো অজানা থাকার কথা নয় যে, পরীক্ষার্থীরা অনেক কিছু দেখে-বুঝে, চিন্তা-ভাবনা করে পরীক্ষার জন্যে সাজেশন তৈরি করে এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। ফাঁস বা অন্য কোনো কারণে প্রশ্নপত্র বদলে গেলে এবং পরে পরীক্ষা হলে সঙ্গত কারণেই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেননা, স্বল্পতম সময়ে নতুন করে প্রস্তুতি নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। চলতি বছর যারা এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে, সম্ভবতঃ এ ধরনের ক্ষতি একই সঙ্গে চরম মানসিক পীড়ন তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। এর দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মোটেই এড়িয়ে যেতে পারবে না। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন থেকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছানো পর্যন্ত যে প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়েছে, এর মধ্যেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে। খুঁজে পাওয়া যাবে এর হোতাদের। এ ব্যাপারে তাই একটি অনুপুংখ তদন্ত হতে হবে এবং দোষী ব্যক্তিদের সনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। একই সঙ্গে ইংরেজী প্রথম পত্রের পরীক্ষার ভবিষ্যৎ কি হবে, দ্বিতীয় পত্র, অংক অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষা কখন কিভাবে হবে তাও ত্বরিত জানিয়ে দিতে হবে।